দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 DEC 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

05

সাড়ে সাতশ' শিক্ষক কর্মচারী বৈষম্যের শিকার

১৯৮৫ সালের ১ জুলাই থেকে ১৯৮৬ সালের ১ মার্চ পর্যন্ত জাতীয়করণকৃত ১৯টি কলেজের ৭৩৫ জন শিক্ষক-কর্মচারী এক দুঃখজনক আমলাতান্ত্রিক চক্রান্তের মাধ্যমে বেতন বৈষম্যের শিকার হয়ে বিগত ৮/৯ বছর ধরে তাদের ন্যায্য পাওনা হতে বঞ্চিত রয়েছেন। ১৯৮৫-৮৬ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সময়টা কেটে যায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আমলাদের মধ্যে ফাইল চালাচালির মধ্যদিয়ে। গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর ১৯৯১ সালের ৪ নভেম্বর সংসদ সদস্য জনাব সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী এইমর্মে সংসদে প্রতিশ্রুতি দেন- 'বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে এবং শীঘ্রই ১৯টি কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন বৈষম্য দূর করা হবে।'

এরপর পদ্মা-যমুনা-মেঘনা দিয়ে গড়িয়ে গেছে অনেক পানি, কিন্তু ১৯টি কলেজের ভাগ্যবিড়ম্বিত শিক্ষক-কর্মচারীদের সমস্যার কোন সুরাহা হয়নি। সরকারের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে জনাব সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী এ বছরের ২৭ ফেব্রুয়ারী শিক্ষামন্ত্রীকে এবং ২৮ ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংসদের সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্বলিত কমিটির সভাপতি চীফ হুইপ মহোদয় বরাবর দু'টি পত্র দেন। শিক্ষক-কর্মচারীরা বার বার ধরনা দিয়েছেন কর্তৃপক্ষের কাছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীরা ৮/৯ বৎসর ধরে শুধু আবেদন-নিবেদন জানিয়েই চলেছেন। আর রহস্যজনক আমলাতান্ত্রিক মারপ্যাঁচের ফলে সমস্যা যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে যাচ্ছে।

এই আট-নয় বছর বেতন বৈষম্যের বঞ্চনা মাথায় নিয়ে বেশ কয়েকজন শিক্ষক দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নিয়েও চলে গেছেন। বাকীরাও যে শীঘ্রই কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি মাফিক ন্যায়বিচার পাবেন, তা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। এ নিয়ে ইনকিলাবসহ বেশ কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় বেতন বৈষম্যের এই করুণ ঘটনা নিয়ে প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। কিন্তু কী এক রহস্যজনক কারণে যেন শিক্ষামন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিমাফিক বেতন বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে কোন কার্যকর পদক্ষেপই নেয়া হচ্ছে না। ফলে বৈষম্যের শিকার প্রায় সাড়ে সাত শত শিক্ষক-কর্মচারীর মধ্যে ক্ষোভ ও বেদনা ক্রমেই পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে।

-বিভাগীয় প্রতিবেদক

SHEET ___ OF ___ SHEETS